গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৮ (খন্ড-২).৪১৯ তারিখ: ০২.১০.২০১৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত,কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১১.০৯.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত ।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত,কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১১.০৯.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	কমিটির সুপারিশ
১.	জনাব ফরহাদ হোসেন, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, ৭৩ মেহেরপুর-১ কর্তৃক মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষক জনাব মো: মুজিবর রহমান এর স্থগিতকৃত বেতন-ভাতাদি ছাড়করণের লক্ষ্যে পরবর্তীতে অর্জিত কম্পিউটার সনদ (শহর সমাজসেবা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা) এর ভিত্তিতে স্থগিতকৃত বেতন-ভাতা সরকারি অংশ ছাড়করনের সুপারিশ করেছেন। উল্লেখ্য, জনাব মো: মুজিবুর রহমান এর কম্পিউটার সনদটি নট্রামস কর্তৃক অনুমোদিত নয় মর্মে প্রমাণিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের ২১.১২.২০১৬ তারিখের পত্রে তার বেতন-ভাতার সরকারি অংশ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন শহর সমাজসেবা চুয়াডাঙ্গা থেকে পুনরায় ০১.১০.২০১৪ তারিখ হতে ৩১.০৩.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কম্পিউটার কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি মাল্টিমিডিয়া কোর্স পরিচালনা করেন। সে প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২৪.০৫.২০১৭ তারিখের পত্রে জনাব মো: মুজিবুর রহমান এর বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে সুস্পষ্ট মতামত দিতে বলা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ৪.১০.২০১৭ তারিখের পত্রে জানিয়েছেন জেলা শিক্ষা অফিসার, মেহেরপুর এর মতামত অনুযায়ী জনাব মো: মুজিবুর রহমান এর শহর সমাজসেবা চুয়াডাঙ্গা থেকে অর্জিত কম্পিউটার সনদপত্র নট্রামস কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং সনদটি সঠিক ।	নিয়োগকালীন কাম্য প্রশিক্ষণ না থাকায় আবেদন বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই। নিয়োগ বৈধ নয় বিধায় জনাব মো: মুজিবর রহমান এর ইনডেক্স বাতিল এবং গৃহীত বেতন-ভাতার সরকারি অংশ কোষাগারে ফেরত নেয়ার সুপারিশ করা হলো।
২.	রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন রাবেতা মডেল কলেজের জনাব মো: শফিউল হুদা ,সহকারী অধ্যাপক (গণিত), ও জনাব মোহাম্মদ মুসা তালুকদার, সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) এর সহকারী অধ্যাপকের স্কেল অবনমন করে প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস) জনাব ওসমান গনি ও প্রভাষক (জীববিজ্ঞান) জনাব রোকেয়াকে সহকারী অধ্যাপকের স্কেল প্রদান। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ৩১.০৫.২০১৮ তারিখের নং-৭জি/১৪৫০(ক-৩)/০৬/২০৪১ স্মারকে জানান,বিষয়টি সমাধানের জন্য ০৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।	জনাব মো: শফিউল হুদা, সহকারী অধ্যাপক (গণিত) ও জনাব মোহাম্মদ মুসা তালুকদার, সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি)-কে সহকারী অধ্যাপক হতে অবনমন করে অপর দুই প্রভাষক (১) জনাব ওসমান গনি (ইসলামের ইতিহাস) এবং (২) জনাব রোকেয়া বেগম (জীব বিজ্ঞান) কে সহকারী অধ্যাপক পদের স্কেল প্রদানের

	প্রথম তদন্ত কর্মকর্তার মতামত ঃ জনাব ওসমান গনি, প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস) ও জনাব রোকেয়া বেগম, প্রভাষক (জীববিজ্ঞান) জ্যেষ্ঠ নন বলে প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব মো: শফিউল হুদা, সহকারী অধ্যাপক (গণিত) ও জনাব মোহাম্মদ মুসা তালুকদার, সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) সহকারী অধ্যাপকের স্কেল প্রদান করা হয়। **২য় তদন্ত কর্মকর্তার মতামত ঃ** যেহেতু ১৫.০৬.২০০৩ খ্রি: জয়পুর আর এম এস স্কুল এন্ড কলেজের গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জনাব ওসমান গনি ও জনাব রোকেয়া বেগম উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্তফা দিয়ে রাবেতা মডেল কলেজ এ যোগদান করেছেন এবং যেহেতু তাদের জয়পুরা এস আর এম এস স্কুল এন্ড কলেজের ইনডেক্স নম্বর বর্তমান প্রতিষ্ঠান রাবেতা মডেল কলেজ এ বহাল আছে, সেহেতু তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নতুন চাকরিতে যোগদান করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। **৩য় তদন্ত কর্মকর্তার মতামত ঃ** যেহেতু ইতোপূর্বে কোনো তদন্তের মাধ্যমে জনাব মো: ওসমান গনি ও জনাব রোকেয়া বেগমের নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং এম.পি.ও.ভুক্তি অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়নি, সেহেতু ধরে নেওয়া যায় তাদের নিয়োগ ও এম.পি.ও. ভুক্তি বৈধ। রাবেতা মডেল কলেজে জনাব মো: ওসমান গনি এবং জনাব রোকেয়া বেগমের নিয়োগ ও তাদের এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়টি সঠিকভাবে সম্পন্ন ধরে নিলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় জনাব মো: ওসমান গণি এবং জনাব রোকেয়া বেগমের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল এবং পূর্বতন কলেজ থেকে যথানিয়মে ছাড়পত্র গ্রহণ করেই তারা রাবেতা মডেল কলেজে যোগদান করেছেন। অতএব, বলা যায় জনাব মো: শফিউল হুদা ও জনাব মোহাম্মদ মুসা তালুকদার অপেক্ষা জনাব মো: ওসমান গণি ও জনাব রোকেয়া বেগমই জ্যেষ্ঠ। **সার্বিক মন্তব্য ঃ** জনাব মো: ওসমান গনি, প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস) ইনডেক্স নং-৮৩০৬৪৪ এবং জনাব রোকেয়া বেগম, প্রভাষক (জীব বিজ্ঞান), ইনডেক্স নং-৮৩২৫৩০ কে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি নিতে হলে জনাব মো: শফিউল হুদা (ইনডেক্স নং-৮৩২৭৬২) ও জনাব মোহাম্মদ মুসা তালুকদার (ইনডেক্স নং-৮৩২৭৬৫) সহকারী অধ্যাপকের বেতন ৬ কোড হতে ৯ কোডে অবনমন করতে হবে।	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো।
৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলাধীন ভোলাহাট মোহবুল্লাহ কলেজের জনাব মো: জাহিদুল ইসলাম, ইনডেক্স নং-৩০০১২২৯, প্রদর্শক (কম্পিউটার) এবং মোসা: রেসমাতুল আরস,ইনডেক্স নং-৫৬৫৭৪২, প্রদর্শক (মনোবিজ্ঞান), বিগত ১৩/০৬/২০০৪ তারিখে উক্ত কলেজে যোগদান করে ০১/০৯/২০০৪ তারিখে এম.পি.ও ভুক্ত হন। জনবল কাঠামোর প্যাটাণ অতিরিক্ত হওয়ায় মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক তাদের এম.পি.ও এপ্রিল/২০০৬ মাসে স্থগিত করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ই.এম.আই এস সেল কর্তৃক এম.পি.ও সিটে Stop Payment for the teacher or Employee মুদ্রণ করে তাদের বেতন-ভাতা স্থগিত করা হয়। এজন্য তারা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১১০২৭/০৬ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের প্রেক্ষিতে এপ্রিল/২০০৬ হতে আগষ্ট/২০০৭ সময়ের বকেয়াসহ চলতি মাসের বেতন-ভাতা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ৬০% আদেশ ছাড়করণ করা হয়। এজন্য আবেদনকারীগন এপ্রিল/২০০৬ হতে আগষ্ট/২০০৭ পর্যন্ত ৪০% বকেয়াসহ ১১,১৬,২৯৬/-(এগার লক্ষ ষোল হাজার দুইশত ছিয়ানব্বই) টাকা ছাড়করণের জন্য আবেদনে জানান। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ রুল নিশি জারী করার সময় ৬০% হারে পিটিশনারদের বেতন ছাড় করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বিগত ২০.০৭.২০০৭ তারিখে মূল রিট পিটিশনের রুল শুনানীকালে রুল নিষ্পত্তি করে বিবাদীগনের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনায় ১ এবং ৩ নং বিবাদী অর্থাৎ সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে যে প্রচলিত বিধি বিধান অনুসণপূর্বক দ্রুততার সহিত নিষ্পক্তি করার	বর্ণিত বিষয়ে আইন উপদেষ্টার সুস্পষ্ট মতামত গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

	জন্য বলা হয়। আদেশ প্রাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে এবং পিটিশনাগণকে অবহিত করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮.১০.২০১৭ তারিখের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুসারে পিটিশনারদের এম.পি.ও প্রাপ্তির যৌক্তিকতা বিধি বিধানের আলোকে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন এবং বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের ০২.০৮.২০১০ তারিখের পত্রে রিট পিটিশন নং-১১০৭/২০০৬ এর নির্দেশনা অনুযায়ী মহাবিদ্যালয়ের ০২ জন প্রদর্শকের জনাব মো: জাহিদুল ইসলাম, ইনডেক্স নং-৩০০১২২৯, প্রদর্শক (কম্পিউটার) এবং মোসা: রেসমাতুল আরস, ইনডেক্স নং-৫৬৫৭৪২, প্রদর্শক (মনোবিজ্ঞান)এর ৪০% বকেয়া বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামতসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত/সুপারিশ চাওয়া হয়।	
৪.	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলাধীন জমিলা খাতুন চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তার আবেদনের উল্লেখ করেন যে, সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক করায় স্কুলে একজন আইসিটি শিক্ষক খুবই জরুরি হয়ে পড়ে বিধায় বিধি মোতাবেক সৃষ্টপদে (কম্পিউটার) শিক্ষক নিয়োগের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় ১০ দিনের সময় দিয়ে গত ১১/০৫/২০১৫ ইং তারিখ দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক ফেনীর সময় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এ সময়ের মধ্যে কাঙ্খিত আবেদন জমা পড়লে জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক ডিজি মহোদয়ের প্রতিনিধি মনোনয়ন সাপেক্ষে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন কে নিয়োগ দেওয়া হয়। উক্ত সময় ১৩/১১/২০১১ তারিখের পত্রের কারণে আইসিটি বিষয়ে আর্থিক অনুমোদন না থাকায় এম.পি.ও ভুক্তির প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। বর্তমানে ১৩/১১/২০১১ তারিখের পরে অনুমোদিত শাখা/বিষয়ের বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের এম.পি.ও কার্যক্রম চালু হলে অনলাইনে এম.পি.ও. ভুক্তির আবেদন করা হয়। আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ১৫ দিনের সময় না থাকায় এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়টি রিজেক্ট করেন। উল্লেখ্য, জনবল কাঠামোতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ধারাবাহিকভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ন্যূনতম কতদিন সময়কাল উল্লেখ করতে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। কম্পিউটার শিক্ষককে এম.পি.ও ভুক্তির জন্য ফেনী-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শিরীন আখতার মহোদয় ডি.ও পত্র দিয়ে অনুরোধ করেছেন।	নিয়োগকৃত (কম্পিউটার) শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন-কে এম.পি.ও. ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।
৫.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল কর্তৃক গৃহীত ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১১৪১ জন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বোর্ড ১৬.০৫.২০১৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ফল প্রকাশের ৭২ ঘন্টার মধ্যে সংশোধিত ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং ১১৪১ জন পরীক্ষার্থী হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য হয়। এ ক্ষেত্রে দুজন প্রধান পরীক্ষক জনাব বীরেন চন্দ্র চক্রবর্তী, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, বিবিচিনি নিয়ামতিযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেতাগী, বরগুনা এবং জনাব জুরান চক্রবর্তী, সিনিয়র সহকারি শিক্ষক, বি,এম স্কুল বরিশাল পরীক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন। তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে ফলাফল বিপর্যয় ঘটে মর্মে তদন্তে প্রমানিত হয়। তাঁদের এম.পি.ও বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে তাদের এম.পি.ও জুলাই ২০১৬ মাস থেকে স্থগিত (Stop Payment) করা হয়। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আপীল কমিটির ২২.০১.২০১৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০ এর ৫ নং ধারা অনুযায়ী উল্লিখিত শিক্ষকদ্বয়ের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম গ্রহণ করা	জনাব বীরেন চন্দ্র চক্রবর্তী (ইনডেক্স নং-২০৯৫১৬), সিনিয়র সহকারি শিক্ষক এবং জনাব জুরান চক্রবর্তী (ইনডেক্স নং-২১৪৭৬২), সিনিয়র সহকারি শিক্ষক এর এম.পি.ও. বন্ধ চলমান রাখা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে মর্মে সুপারিশ করা হলো।

	হয়েছিল কি না মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশালের নিকট হতে জানার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল হতে নিম্নরুপ মতামত প্রদান করা হয় : জনাব বীরেন চন্দ্র চক্রবর্তী, সিনিয়র শিক্ষক, বিবিচিনি নিয়ামতিযুক্তি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেতাগী, বরগুনা এবং জুরান চক্রবর্তী, সিনিয়র সহকাারি শিক্ষক, বি.এম স্কুল, বরিশাল এর বিরুদ্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল হতে ফৌজদারী মামলা করার বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।	
৬.	দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল (ইনডেক্স নং-২৩০২৩৮)এর এম.পি.ও ভুক্তি ও বকেয়া বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদানের বিষয়টি সরেজমিন যাচাই পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার দিনাজপুর কে পত্র দেয়া হয়। জেলা শিক্ষা অফিসার সরেজমিন যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল, প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর প্রধান শিক্ষক পদের জন্য অপর একজন আবেদনকারী জনাব মো: আছির উদ্দিন হাকিমপুর, দিনাজপুর আদালতে ১৬/২০০২ নং মামলা দায়ের করেন। মহামান্য আদালত উক্ত মামলার রায়ে বাদি বিবাদী উভয়েরই প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ার কোন বৈধতা নেই মর্মে আদেশ প্রদান করে। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল বিশেষ জজ আদালত দিনাজপুর ১৬৩/২০০৪ নং আপিল দায়ের করেন এবং রায়ে পূর্বের আদেশ বহাল থাকে। জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল পুনরায় মহামান্য হাইকোর্টে ১২৭৫/২০০৮নং সিভিল রিভিশন দায়ের করেন। নিম্ন আদালতের বাদি মো: আছির উদ্দিন মহামান্য হাইকোর্টে একটি সিভিল রিভিশন দায়ের করেন যার নং-৫৯২/২০০৯। বর্ণিত মামলা দুইটি দীর্ঘ শুনানী অন্তে মহামান্য হাইকোর্ট বর্তমান প্রধান শিক্ষক, জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল, বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ এর পক্ষে রায় প্রদান করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জেলা শিক্ষা অফিসারের সুপারিশ করেছেন যে, বর্তমানে জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল প্রধান শিক্ষক বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ এর বিরুদ্ধে নিয়োগ সংক্রান্ত আদালতে কোনো মামলা নেই এবং তিনি ১০/০৩/১৯৮৩ থেকে ২৯/০৫/২০০২ পর্যন্ত সহকারী শিক্ষক এবং ৩০/০৫/২০০২ তারিখ থেকে অদ্যাবধি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন সেহেতু তার এম.পি.ও ভুক্তসহ বকেয়া প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত হলো :- Our opinion is that the Directorate of Education shall enlist his name in the MPO as a Headmaster without arrear as per jonobal khathamo. এমতাবস্থায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রধান শিক্ষক জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল এর এম.পি.ও ভুক্তি এবং বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের বিষয়ে সদয় নির্দেশনা কামনা করেছে।	উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ পদে কোন ব্যক্তি কর্মরত আছে কিনা তা যাচাই সাপেক্ষে প্রধান শিক্ষক জনাব মো: রকিব উদ্দিন মন্ডল-কে এম.পি.ও ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।
৭.	মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ঢাকাইজোড়া হাজী কুরবান আলী মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউশন এর সহকারী শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) জনাব পলি আক্তার ১৪.০৩.২০১৪ তারিখে যোগদান করেন। কিন্তু এন.টি.আর.সি. এর সনদে বিষয় ব্যবসা শিক্ষা হওয়ায় সমাজবিজ্ঞান পদে এম.পি.ও.ভুক্তিতে জটিলতা দেখা দেয়। ০২০.০২.২০১৮ তারিখের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্বান্ত মোতাবেক জনাব পলি আক্তার কে (ব্যবসায় শিক্ষা) সমন্বয় করা হয়।	জনাব পলি আক্তার (সহকারী শিক্ষক) কে এম.পি.ও. ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

	উল্লেখ্য উক্ত প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক (বাংলা/ইংরেজি/সামাজিক বিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা) পদে এবং অতিরিক্ত শ্রেণি শাখাসহ সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পদের প্রাপ্যতা ৫টি এবং এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষক আছে ০৪ (চার) জন ফলে প্রাপ্যতা রয়েছে ০১ (এক) জনের। প্রতিষ্ঠানটিতে মোট শিক্ষক প্রাপ্যতা (৯+কম্পি:+অতি: শ্রে: শাখা-২)=১২টি। এম.পি.ও ভুক্ত রয়েছে ০৩টি। প্রতিষ্ঠানটিতে মহিলা কোটা পূরণ নাই। মহিলা শিক্ষক নিয়োগে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ব্যবসায় শিক্ষা চালু রয়েছে। এমতাবস্থায়, জনাব পলি আক্তার এর স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও এনটিআরসিএ সনদ অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) গ্রুপের কিন্তু নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগ পত্র সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) গ্রুপের হওয়ায় তা সমন্বয়সহ মহিলা কোটা পূরনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সদয় নির্দেশনা কামনা করেছে।	
৮.	রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন নওহাটা ডিগ্রী কলেজের মোসা: ইয়াছমিন সুলতানা, প্রভাষক কম্পিউটার (ইনডেক্স নং-৩০৮২৭২৪) শিক্ষক নিবন্ধন সনদ জালিয়াতি করে এম.পি.ও ভুক্ত হয়েছেন মর্মে জনাব পার্থ সারথি দাস অভিযোগ দায়ের করেন। মন্ত্রণালয়ের ১৭.০৮.২০১৭ তারিখের পত্রে অভিযোগটি তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামত দেয়ার জন্য মাউশি অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হলে বিষয়টি জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (শা: শি:) সংযুক্ত : আইন কর্মকর্তা, মাউশি অধিদপ্তরকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তার মন্তব্য ও সুপারিশ নিম্নরুপ : ১. জনাব মোসা: ইয়াছমিন সুলতানা (প্রভাষক-কম্পিউটার) এর নিবন্ধন সনদ জাল, যাহা বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয় কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক যাচাইয়ে প্রমাণিত। তাকে নোটিশ দিয়ে তার বেতন বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হলো। ২. জনাব মোসা: ইয়াছমিন সুলতানার (প্রভাষক-কম্পিউটার) নিবন্ধন সনদ জাল। অর্থাৎ অন্যের নিবন্ধন নম্বর (পার্থ সারথি দাস) পিতা: সুখরঞ্জন দাস ব্যবহার করে জাল নিবন্ধন তৈরী করে এবং ব্যবহার করে এর দ্বারা চাকুরি নিয়েছেন এবং সরকারের বেতন ভাতা ০১/০১/২০১১ হতে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেছেন। তাকে চাকুরি হতে বিধি মোতাবেক অপসারেনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অধ্যক্ষকে পত্র দেয়া যেতে পারে। অন্যথায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো। ৩. জনাব মোসা: ইয়াছমিন সুলতানা ০১/০১/২০১১ খ্রি: হতে বর্তমান পর্যন্ত সরকারের যত টাকা বেতন ভাতা হিসেবে উত্তালন করেছেন তা হিসাব করে ট্রেজারী চালনের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দেয়ার জন্য মোসা: ইয়াছমিন সুলতানাকে পত্র দেয়া যায়। এমতাবস্থায়, রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন নওহাটা ডিগ্রি কলেজের মোসা: ইয়াছমিন সুলতানা, প্রভাষক-কম্পিউটার (ইনডেক্স নং-৩০৮২৭২৪) জাল শিক্ষক নিবন্ধন ব্যবহার করে এম.পি.ও হওয়ার অভিযোগটি তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এম.পি.ও থেকে নাম কর্তনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সুপারিশ জানিয়েছেন।	জাল শিক্ষক নিবন্ধন ব্যবহার করে এম.পি.ও হওয়ায় মোসা: ইয়াছমিন সুলতানা, প্রভাষক (কম্পিউটার) এর এম.পি.ও. কর্তন এবং ইনডেক্স বাতিলের জন্য সুপারিশ করা হলো।
৯.	ঢাকা জেলার ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব মো: নজরুল ইসলাম ১৯৯৭ সালে গণিত বিষয়ের প্রভাষক পদে যোগদান করে এবং এম.পি.ও ভুক্ত হয় (ইনডেক্স ৪৩৪৩৯৭) একই কলেজে উপাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য ২৪/০৪/২০০০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। ১ম স্থান অর্জনকারী যোগদান	জনবল কাঠামো অনুযায়ী উপাধ্যক্ষ পদে কেবল নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধি মোতাবেক নিয়োগ করার বিধান রয়েছে এবং উপাধ্যক্ষ

	না করলে ২য় স্থান অর্জনকারীকে নিয়োগের জন্য নিয়োগ কমিটি সুপারিশ করে। ১ম স্থান অর্জন কারী জনাব মো: আলতাফ হোসেন উপাধ্যক্ষ পদে গত ০১/০১/২০০১তারিখে যোগদান করে এম.পি.ও ভুক্ত হিসেবে ৩১/০৪/২০০৬ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৩/১১/২০১১ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক) পদ সৃষ্টি করা হয়। নিয়োগ পরীক্ষা ৪র্থ স্থান অর্জনকারী জনাব মো: নজরুল ইসলাম কে উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক) নামে কোন পদ না থাকায় এবং নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের কার্যকারিতা না থাকা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত তালিকা থেকে তাকে নিয়োগ প্রদান করায় এম.পি.ও ভুক্ত সম্ভব নয় মর্মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর গত ২৩/০৩/২০১১ তারিখের পত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে। জনবল কাঠামো অনুযায়ী উপাধ্যক্ষ পদে কেবল নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধি মোতাবেক নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। উপাধ্যক্ষ পদে সমন্বয় করার কোন বিধান জনবল কাঠামোতে নেই। উপরোক্ত বর্ণনামতে জনবল কাঠামো মোতাবেক জনাব মো: নজরুল ইসলামকে উপাধ্যক্ষ পদে এম.পি.ও. ভুক্ত করার সুযোগ নাই।	পদে সমন্বয় করার কোন সুযোগ নেই। জনবল কাঠামো অনুযায়ী জনাব মো: নজরুল ইসলাম-কে উপাধ্যক্ষ পদে এম.পি.ও. ভুক্ত করার কোন সুযোগ নেই মর্মে সুপারিশ করা হলো।
১০.	লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন আনন্দ বাজার নিম্ন-মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মো: আখতারুল ইসলাম বসুনিয়া, ইনডেক্স নং-৫৪৯৮২০ এর স্থগিতকৃত বেতন ভাতা ছাড়করণের জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শক, রংপুর অঞ্চল কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা মতামতে জানায়, স্থগিতকৃত বেতনভাতা ১০ কোডে ছাড় করা যায়। বর্তমানে বি.এড স্কেল সেপ্টেম্বর/২০০৪ প্রাপ্তির পর দীর্ঘ ১২ বছর অতিবাহিত হয়েছে তবে অন্যায় করার কারণে বকেয়া বেতন ভাতা ১০ কোডে ছাড় করা হলেও দাবিকৃত বকেয়া টাইম স্কেল প্রদান সমীচীন হবে না বলে তদন্ত কর্মকর্তা মনে করেন। এমতাবস্থায়, জনাব মো: আখতারুল ইসলাম বসুনিয়া, ইনডেক্স-৫৪৯৮২০ এর পূর্বে SST পদবি সংশোধনপূর্বক কোড ০৯ এ (টাইম স্কেল) বেতন ভাতার জন্য আবেদন বিবেচনায় এনে অনলাইনে আবেদন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে বলে তদন্ত কর্মকর্তা মনে করেন। আনন্দবাজার নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, লালমনিরহাট এ বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, লালমনিরহাট অন্য প্রকার মোকদ্দমা নং-১৪৪/০৭, অন্য ৯৮/১০, অন্য ৪৮/১০, অন্য ১১৭/১০, বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে মিছ আপিল মোকদ্দমা নং-১৭/১০, মিছ আপিল ২৮/১০ এবং মিস ভায়োলেশন মোকদ্দমা নং-৩৬/১০ মোকদ্দমাসমূহ চলমান ছিল। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দেওয়া তথ্য ও লিখিত আবেদন এবং এই অফিসে সংরক্ষিত নথি পত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সহকারী শিক্ষক পদে ০৪/০১/১৯৯৯ খ্রি: তারিখে যোগদান করে মে ২০০০খ্রি: মাসে এম.পি.ও ভুক্ত হন এবং সেপ্টেম্বর-২০০৪ খ্রি: মাসে বি.এড স্কেল ১০কোড বেতন ভাতাদি প্রাপ্ত হন (জুলাই- আগষ্ট বকেয়াসহ) সে মোতাবেক তিনি জুলাই ২০১২ খ্রি: মাস হতে টাইম স্কেল ০৯ কোড বেতন ভাতাদি পাওয়ার যোগ্য। জেলা শিক্ষা অফিসের স্মারক নং-জেশিঅ/লাল/২০১৩/১৩২১, তারিখ: ১১/১১/২০১৩ খ্রি: তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে মাউশি বরাবরে সুপারিশের প্রেক্ষিতে নভেম্বর ২০১৩ মাসে এম.পি.তে উক্ত শিক্ষকের বেতন ভাতাদি স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত সহকারী শিক্ষকের অতিরিক্ত উত্তোলনকৃত ৪৬৭০৫/- টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন। জেলা শিক্ষা অফিসের স্মারক নং জেশিঅ/লাল/২০১৫/সদ/৪৮/৯৪৬, তারিখ: ১১/১০/২০১৫ খ্রি: মোতাবেক প্রধান শিক্ষক সাহেবের আবেদনের প্রেক্ষিতে বেতন ভাতাদি ছাড়করণের আবেদন প্রেরণ করা হয়।	জনাব মো: আখতারুল ইসলাম বসুনিয়া (সহকারী শিক্ষক) এর অনুকুলে এম.পি.ও. ছাড় করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

	বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা গত ২৫/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের Legal opoinon এ সুস্পষ্ট ভাবে বলেন যে "There were as many 7cases filed in respect of the conflict of post. However, all the cases wer amicably/mutually disposed. In such view of the matter, our opinion is that the MPO of the said teacher should be relecased by the Directorate." যেহেতু মতামতে উল্লেখ করেন পদবি দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি হয়েছে সেক্ষেত্রে অধিদপ্তর উচিত বর্ণিত শিক্ষকের এম.পি.ও ছাড়করণ করা ।	

০২. এমতাবস্থায়,কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

২।১০।১৮

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪. উপসচিব, কলেজ-৬/বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সিস্টেম্স এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।